অমৃত বাজার প্রত্রিকা

৩য় ভ'গ { ১৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১২৭৭ সাল । ১ডিসেম্বর খৃঃঅব্দ } ৪২ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

১৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার

যশোর নিজ সহরে জ্বরারম্ভ হইয়াছে। অনেক উকীল আমলা, মুক্তিয়ার পীড়িত হইয়া প ড়য়াছেন,। এক সপ্তাহ পূর্ব্বেশীতের লেশ মাত্র ছিল না, এক্ষণ বিলক্ষণ শীত পড়িতে আরম্ভ হ ইয়াছে। বোধ হয় হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তের নিমিত্ত এই রূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাবু কাশী কান্ত মুখোপাধ্যায় বেলেট সাহেবের স্থানে স্কুল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। যশোরের লোকেরা বিশেষ আনন্দিত হইবেন, কারণ কাশী কান্ত বাবুর বাড়ী যশোরে।

গত বৃহস্পতিবারে এ দেশীয় হিন্দু ও খৃষ্টানেরা একত্রিত হইয়া ডাক্তার মাউট সাহেবকে এক খানি অভিনন্দন পত্র দেন। ইহাতে বিস্তর প্রধান প্রধান লোকের স্বাক্ষর থাকে। অভিনন্দন পত্র সহ অনারেবল দ্বারিকা নাথ মিত্র, রাজা কোমল কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রেবারেণ্ড লং সাহেব, রেবারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গণ মাউট সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কোমল কৃষ্ণ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। মাউট সাহেব ইহা শুনিয়া এরূপ মুগ্ধ হন যে তিনি কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না। তিনি বলেন, বোম্বাই কি লণ্ডন হইতে ইহার যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিবেন। তদনন্তর বাবু জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উঠিয়া এই মর্ম্মে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন যে, ডাক্তার মাউটের যত্নে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মাউট সাহেব ইহার যথোচিত উত্তর প্রদান করেন এবং জয় কৃষ্ণ বাবু পীড়িত থাকা সত্ত্বেও তাহার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছেন এই নিমিত্ত তাহাকে ধন্যবাদ দেন।

শান্তিপুরের নূতন ও পুরাতন স্কুল সংক্রান্ত এক খানি পত্র আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনিয়া আমরা এ সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করিতে পারি না। ফল ভারি দুঃখের বিষয় যে, একটি সাধারণ হিতকর কার্য্য দলাদলীর নিমিত্ত বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতেছে। শান্তিপুরের ন্যায় বৃহৎ গ্রাম বোধ হয় বাঙ্গালায় নাই। ইহা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীও বটে। এখানে একটি অত্যুৎকৃষ্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে পারে। কিন্তু তাহা দুরে থাকুক, একটি সাহায্যকৃত বিদ্যালয় থাকাই সুকঠিন হইয়াছে। শান্তিপুরে কি শান্তি কখন স্থাপিত হইবে না!

আমরা কলিকাতা ফিবর হাঁস পাতালের রিপোট পাঠে ভারি সন্তোষ লাভ করিলাম। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দয়া ধর্ম্ম প্রজা পালন প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা যিনি দেখিতে চান, তিনি যেন এক দিন ফিবর হাস পাতালে যান। সকল কার্য্যের সুশৃংখলা পারিপাট্য যত্ন দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কলিকাতার বিখ্যাত ২ সমুদয় চিকিৎসকগণ এখানে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা করেন, ক্রমাগত ডাক্তার এক না এক জন উপস্থিত থাকেন, নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর কৃত বিদ্য ছাত্রেরা ক্রমাগত রোগীর তত্ত্বাবধারণ করেন, এতদ্ভিন্ন যাহার যাহা উপযুক্ত খাদ্য তাহাই সে প্রাপ্ত হয়। উত্তম মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, রুটি মাখন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য রোগীরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পায়। অন্যান্য সমুদয় বিষয়ে যাহাতে রোগীরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তাহার বন্দ বস্ত করা হইয়া থাকে। গত বৎসর এখানে খৃষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বীদিগের মধ্যে শতকরা ৮ জন এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। খৃষ্টান ও অপর ধর্ম্মাবলম্বীর মৃত্যুতে এত ইতর বিশেষ হওয়ার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। খৃষ্টান রোগীর সংখ্যা ১৮ শত ও অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা আড়াই হাজার এবং রোগীর আধক্যা অনুসারে রোগীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও খৃষ্টান অপেক্ষা অপর রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা দেড়া অর্থাৎ শত করা বারো জন হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। খৃষ্টানেরা রোগের প্রারাম্ভে হাস পাতালের আশ্রয় লয় এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বী গণ নিতান্ত পড়ুটে না হইলে আইসে না, মৃত্যুর ইতর বিশেষের এটী একটী বলবৎ কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাই বলিয়া খৃষ্টান অপেক্ষা অপর ধর্ম্মাবলম্বী তিন গুণের অধিক মরিবে এটী আশ্চর্য্যের বিষয়।

জাতীয় মেলার যত্নও উদ্যোগ দেখিয়া আমাদের প্রত্যাশা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি ইহা কর্ত্তৃক একটী সৎনুষ্ঠান হইয়াছে। এদেশের বিধবা স্ত্রীরা অনেক স্থলে নিতান্ত সহায় শূন্য অবস্থায় পতিত হয়। ইহাদিগের জীবনোপায়ের নিমিত্ত মেলা কর্ত্তৃক একটি ফণ্ড করার যত্ন হইতেছে। আপাতত ৫০০ টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ হইবে ও ২৫ জন বিধবাকে ইহা হইতে ২৫ টাকার মূল্যের জিনিস পত্রাদি দেওয়া হইবে। তাহারা ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া হয় জাতীয় মেলা কি ইহার মাসিক সভাতে পাঠাইয়া দিবেন। সেখানে ইহা বিক্রয় হইয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহার মধ্য হইতে সভা কর্ত্তৃক যে টাকা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়া ছিল, তাহা বাদে যাহা থাকিবে তাহা দিগকে দেওয়া হইবে। ইহাতে বিধবা দিগের বিস্তর উপকার হইবে এবং ফণ্ডটী বজায় থাকিবার সম্ভাবনা। এ অনুষ্ঠান দ্বারা যে বিস্তর দয়ার কার্য্য হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশ হিতৈষী মেলার সভ্য দিগের বিধবা দিগের দুঃখ মোচন করার অভি সন্ধি যদি থাকে তবে তাহারা তাহাদের যত্নটী এই রূপে পর্য্যবসিত না করিয়া যাহাতে মুল কারণ যায় তদপ্রতি নিযুক্ত করিলে আরো মঙ্গল হইবে।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গত অধিবেশনে হাইকোর্টের জজ মার্কবী সাহেব পূর্ব্বিকার অনেক গুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণ অবধি লাইসেন্সট অব লা অর্থাৎ এল এ পরীক্ষা দিয়া তিন বৎসর লা লেকচর শুনিয়া পরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা দেওয়ার যে রীতি ছিল সেটী উঠিয়া গেল। বি এল পরীক্ষা এক্ষণ অবধি কলিকাতায় লওয়া হইবে এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষার দিন সাব্যস্ত হইবে। বি এল পরীক্ষার্থী দিগের তিন বৎসর লা লেকচর শুনিতে হইবে এবং বি এ পরীক্ষার পরেই ক্রমাগত ইহার দুই বৎসর শুনা চাই। পরীক্ষা যে দিন হইবে অন্যূন তাহার ত্রিশ দিনের পুর্ব্বে পরীক্ষা প্রার্থীগণের রেজিষ্টরের নিকট আবেদন করিতে ও পরীক্ষার নিমিত্ত ত্রিশ টাকা ফি দিতে হইবে। পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক হইবে। তদ্ভিন্ন পরীক্ষণীয় পুস্তক বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আইনে যাহারা "অনার" দিবেন তাহাদের এক্ষণ এক শত টাকা ফি দিতে হইবে। অনারেবল মার্কবী মস্ত লোক, তাহার কৃত ব্যবস্থার কোন দোষ থাকা এক রূপ অসম্ভব, কিন্তু এল এল পরীক্ষাটী উঠানের বিশেষ কি প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশে আইন সম্বন্ধে তিনটী পরীক্ষা হয়। বি এল, এল এল, এতদ্ভিন্ন কমিটী কর্ত্তৃক আর একটী পরীক্ষা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বি এল ভিন্ন আর কোন পরীক্ষায় পরীক্ষিত উকিলেরা হাইকোর্টে যাইতে পারেন না। সুতরাং বি এল ও এল এল পরীক্ষায় বিস্তর ইতর বিশেষ। কমিটি পরীক্ষিত উকিলে আর এল এল দিগের সমান ক্ষমতা, কেবল এল এলেরা বি এ পরীক্ষা দিলে বি এল হইতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণ মার্কবী সাহেব যেরূপ নিয়ম করিতেছেন, তাহাতে এণ্ট্রান্স দিয়া দুই বৎসর লেকচার শুনিয়া ও ফার্ষ্ট আট দিয়া তিন বৎসর কালেজে আইন শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার কোন প্রভেদই থাকিল না। ইহাতে দুইটী ক্ষতি হইবে। প্রথম যাহারা একবার এল, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবে তাহারা অনেকেই আর উহার নিমিত্ত যত্ন না করিয়া আইন অধ্যাপন করিবে, অনেকে এণ্ট্রান্স দিয়াই ইংরাজি পড়া ক্ষান্ত দিয়া আইন পড়িবে, সুতরাং উকীল গণ কালেজ হইতে যে একটু লেখা পিড়া শিখিয়া যাইত তাহা আর হইবে না। দ্বিতীয় অনেকে এল এ পরীক্ষা না দিলে বি এল, পরীক্ষা পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না এবং ইহাতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনেক আয় কমিয়া যাইবে। এক টেষ্ট একজামিনের সৃষ্টি হওয়াতে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অর্থ নষ্ট হইতেছে, আবার মার্কবী সাহেব প্রবর্ত্তিত নিয়ম দ্বারা ইহাতে আর একটী বিঘ্ন পড়িল। টেষ্ট পরীক্ষায় কোন উপকার নাই আমরা এমন কথা বলি না, ফল কাজে অনেক স্থলে তাহা হয় না, লাভের মধ্যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থ নষ্ট।

242

ইনকমট্যাকস লইয়া যুদ্ধের ফল ॥

ইনকম ট্যাকসের সংগ্রামে পরাস্থ হওয়া অপেক্ষা উহা না করা ভাল ছিল। রাজায় প্রজায় বিবাদ ভারি ভয়ানক কথা। এবিবাদ অন্যান্য বিবাদের ন্যায় কোন পক্ষের অনিষ্ট না করিয়া মীমাংসিত হয় না। বিবাদ হইলেই হয় প্রজার হারি কি রাজার হারি। যত দিন ভারতবর্ষের সমুদয় প্রজারা একেস্বরে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া ছিল ততদিন গবর্ণমেণ্টের ভয় ছিল। ইনকম ট্যাকসের সংগ্রামে গবর্ণমেণ্টের সে ভয় দূর হইল। এক্ষণ রাজকীয় কর্ত্তারা জানিলেন যে ভারত বর্ষীয় প্রজারা যতই যাহা করুক কিন্তু তাহাদের সমুদয় শরতের গজ্জন। গবর্ণমেণ্ট এবার যদি আবার ৩৵০ আনা ট্যাকস বহল রাখেন কি ৩৵০ আনার স্থলে আরও কিছু বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে মিষ্ট বাক্য দ্বারা প্রজার নিকট উহা রুচিকারক করিবার যত্ন করিবেন না। কলিকাতা বণিক সম্প্রদায়ের পত্রের উত্তরে গবর্ণমেণ্টের এক্ষণকার মেজাজের কত কপরিচয় পাওয়া যায়, আমরা ইহার আরও অনেক পরিচয় পাইতেছি। ইনকম ট্যাকসের প্রতি লোকের ভয়ানক বিতরাগ এবং ইহা কিছু মাত্র সাম্য না হইতে দেশে অন্যান্য ট্যাকসের প্রস্তাব হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া না আপনাদিগের বিশেষ ক্ষতি করা হইয়াছে। সকলের কত্তব্য এক্ষণে যাহাতে ইহার প্রতি বিধান হয় তাহা করেন। আমরা ষ্টেটসেক্রেটরি পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। এক্ষণে আরও দুয়ার আছে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের যত দোষ থাকুক আপিলের স্থানের সীমা নাই। আমরা এক্ষণ পালিয়েমেণ্ট, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ সমাজ প্রভৃতি অনেকের কাছে সুবিচারের প্রত্যাশা করিতে পারি। এবং এগুলি আমাদের দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে একটি কথা আছে, কিছু ঘাটাইয়া ছাড়িতে নাই। গবর্ণমেণ্টকে ঘাটান আরও বিপদ। সোভাগ্যক্রমে শুনা যাইতেছে যে, পালিয়েমেণ্টের কোন কোন সভ্য আমাদের সপক্ষ আছেন। রাজ মন্ত্রী বর্গের কেহ কেহ আমাদের হিতাকাংক্ষী। এতদ্ভিন্ন বোম্বাইর দাদা ভাই নারজী ইংলণ্ডে আছেন। তাহার যত্নে ইংলণ্ডের অনেকে এক্ষণ আমাদের প্রতি দৃষ্টি পাত করিবেন বোধ হইতেছে। এ সমুদয় লক্ষণ মন্দ নয়। কিন্তু আমরা নিজে আমাদের সাহায্য করিলে ঈশ্বরও আমাদের সপক্ষ দণ্ডায়মান হইবেন। আমাদের এক্ষণ কি করা কর্ত্তব্য তাহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে। দেশ সমেত আবেদন করিলে কোন ফল হয় কি না তাহা আমরা জানিনা। আবেদন করিয়া ২ আমাদের ত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। উহাতে আর মজা নাই। এখান হইতে যদি কোন ক্ষমতাবান পুরুষ ইংলণ্ডে যান ও ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী এমন করিয়া কহিতে পারেন যে ইংলণ্ডের মন ভিজে যায় তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। আবেদন করায় ক্ষতি নাই। কিন্তু বীজ বপন করার পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি অলীক না হয় তবে আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। ইংলণ্ডে যদি উপযুক্ত স্থানে বীজ ফেলা যায় তবে নিশ্চয় ফল ফলিবে। ইংলণ্ডে অন্যান্য দেশের ন্যায় তিন শ্রেণীর লোক আছেন। উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। ইহার উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বার্থ যে ভারতবর্ষ এক্ষণকার প্রণালীতে শাসিত হয়, সুতরাং তাহাদের নিকট আমাদের কোন দুঃখের কথা বলিলে লাভ নাই। মধ্যম শ্রেণীরও ইহাতে স্বার্থ আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন এবং নিম্ন শ্রেণী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক রূপ সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইংলণ্ডে আমাদের যে আশা সে শেষ দুই শ্রেণী লইয়া। এপর্য্যন্ত আমরা বড় লোকের পাছ পাছ ঘুরিয়াছি এবং তাহাতেই দুর্গতি। যদি ভারতবর্ষ হইতে কেহ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন, তবে তাহারা যেন মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর নিকট ভারতবর্ষের দুঃখের কথা বলেন, ইংলণ্ডের এই দুই শ্রেণীর হাতে অনেক ক্ষমতা আছে। ইহারা মনে করিলে সবই করিতে পারেন। ফল ইংলণ্ডে গিয়া যে কি করা কর্ত্তব্য সে পাছের কথা। এক্ষণ আমরা কি রূপে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারি? ভারতবর্ষ এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা ট্যাকস প্রভৃতি দ্বারা অধিক নিপীড়িত হউক, কিন্তু আমাদের এক বিষয়ে এটী ভারি সুসময়। ভারতবর্ষের যদি কখন কোন উন্নতি হয় তবে ইংরাজ দিগের সহায়তায়। ইংরাজেরা ইচ্ছা পুর্ব্বক আমাদের সহায়তা করিবেন না, তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইতে পারে। এবার ইংরাজেরা আমাদের এক স্বার্থে আবদ্ধ হইয়াছেন। আমরা এই সুযোগে অনেক কাজ করিয়া লইতে পারি। এক্ষণ ইংলণ্ডে লোক পাঠাইলে ইংরাজেরাও তাহাতে উৎসাহ ও যত্ন দেখাইবেন। কলিকাতার কোন ২ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এবিষয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দেশ সমেত লোকের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি পাঠানের উদ্যোগ কে করিতেছেন তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে শুনি নাই। এদেশ হিতৈষী যিনিই হউন, তাহার এব্যাপারটী যেমন গুরুতর তেমনি উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। আমরা একবার প্রস্তাব করি যে এসম্বন্ধে সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কর্ত্তব্য। সূত্রে সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেও বিস্তর উপকার হইবে। আমাদের দেশে প্রায় ২০ কোটী লোক এবং প্রত্যেকে যদি এক আনা করিয়া চাঁদা দেন তাহা হইলেও বিস্তর অর্থ উঠিবে। এসমুদয় সাধারণের কাজ। ইহাতে সকলের যোগ দিলে প্রর্থনারও অনেক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে।

জন সংখ্যা।

জন সংখ্যা লইবার সময় অতি নিকটবর্ত্তী, মাঝে কেবল একমাস আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার কি উদ্যোগ করিতেছেন? আমরা একবার শুনিয়াছিলাম যে মফুকুমার ভার প্রাপ্ত রাজ কর্ম্মচারিরা এবার শীতকালে মফস্বলে বাহির হইয়া এবিষয় সাধারণের গোচর করিবেন। তাঁহাদের উপর একটী মোটা মুটী গোচজনসংখ্যা লইয়ার ভারও দেওয়া হয় কিন্তু তাহার পর আমরা শুনিলাম যে, সেটী স্থগিত হইল। ইহার মধ্যে কলিকাতায় ইহা লইয়া কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছিল। কিন্তু তাহারও অবসান দেখা যাইতেছে। সমুদয় কমিটির মিউনিসিপাল অধীনস্থ স্থানের জন সংখ্যা লওয়ার অদ্ধেক ব্যয় ভার তাহাদের বহন করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, মিউনি সিপাল কমিটির সভ্যরা তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাহাও ঐ পর্য্যন্ত হইয়া রহিয়াছে। তবে কি গবর্ণমেণ্ট জন সংখ্যা লওয়া এবার ক্ষান্ত দিলেন? অর্থ অনটন এক আপত্তি, তাহা আর গবর্ণমেণ্টের করিবার যো নাই, ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ এবার সঞ্চয় রহিয়াছে, তবে ইহা ত্যাগ করার ত কোন কারণ দেখিনা? এক রাত্রে এক সময় সমুদয় বাঙ্গলার জন সংখ্যা লইবেন অথচ কোন ভ্রম হইবেনা, এ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। গবর্ণমেণ্ট কি তাইতে পাছু হইয়া গেলেন? ফল গবর্ণমেণ্টের যদি প্রকৃত জন সংখ্যা লওয়া এক্ষণও অভিপ্রায় থাকে, তবে এরূপ চুপ করিয়া থাকার কাজ নয়। ভিন্ন দেশীয় রাজা কত্তৃক দীর্ঘকাল শাসন হওয়াতে এদেশের প্রজারা স্বভাবতঃ ভারি সন্দিগ্ধচিত্ত। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীতে এটী বৃদ্ধি না করুক অপলোপ করে নাই, প্রত্যুত ইনকম ট্যাকস, মিউনি সিপাল ট্যাকস প্রভৃতি দ্বারা লোকে গবর্ণমেণ্টের সকল কাজে এক্ষণ সন্দেহ করে। জন সংখ্যা কি এবং গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রয়োজন বা কি তাহা এদেশের যদি সহস্রের মধ্যে একজন বুঝে। যখন বাঙ্গলায় গবর্ণমেণ্ট কত্তৃক সাধারণ জরিপ হয়, তখন অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও ইহাতে মনে মনে কত সন্দেহ কল্পনা করেন

ন। জন সংখ্যা গ্রহণ কালে সুতরাং লোকে যে ভয় পাইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের পরি সুদ্ধ রূপে জন সংখ্যা লওয়া যদি অভিপ্রায় থাকে তবে লোকের হৃদয় হইতে যাহাতে এই ভয়টি যায় তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। এভয় লোকের পরাধীনতার নিমিত্ত প্রায় মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহা দুরকরা একদিনের কাজ নয়। দূর করিতে আয়াস ও যত্ন লাগিবে। অজ্ঞ প্রজারা সকলের কথা বিশ্বাস করে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী মাত্র তাহাদের নিকট সন্দেহের পাত্র। জমিদারকে করিয়া ও এক্ষণ অনেকের আস্থা নাই। যে সমুদয় লোক তাহাদের প্রায় সমকক্ষ তাহারাই মনে করিলে এটী হইবার সম্ভাবনা। ভদ্র সমাজে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম কঠিন ভিন্ন সহজ নয়। চাষা গ্রামেরবুদ্ধির স্থলি গ্রামের মণ্ডল। তাহাদের দ্বারা এ সমুদয় স্থলে এটী পূর্ব্বাহ্নে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা একবার স্কুল মাষ্টার, পণ্ডিত, স্কুল ইনেস্পেক্টর, পোষ্টমাষ্টর, ইন্স্পেকটিং পোষ্ট মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি এবিষয়ের ভার দেওয়ার কথা প্রস্তাব করি। এতদ্ভিন্ন এক্ষণ অনেক গ্রামে সুশিক্ষিত লোক পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট একটু যত্ন করিলে তাহারাও ইহাতে যথোচিত মনোযোগ দেখাইতে পারেন। আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব একবার এ সম্বন্ধে একখানি পরোয়ানা প্রচার করেন এবং তিনি এদেশের সেকেলে জন কয়েক বৃদ্ধের নিকট ইহা পাঠাইয়া দেন। ইহাদের মধ্যে একজন এই পরোয়ানা পাইয়া ভারি ভীত হন এবং আমাদের কাছে আসিয়া উহার নিগুঢ় তাৎপর্য্য শুনিয়া তাহার ভয় কতক দুর হয়। এসব এ সমুদয় লোকের কাজ নয়। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে ভারি ভয় করেন। সুতরাং নিজের যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে প্রজাকে কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিবেন। জন সংখ্যার উদ্দেশ্য ও তাহা দ্বারা প্রজার কত মঙ্গল সম্ভাবনা, তাহা সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞপন ও কাগজে মূদ্রাঙ্কণ করিয়া গ্রামে প্রচার করিলেও লোকে উহার মর্ম্ম কতক বুঝিতে পারিবে। ফল গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্নে এরূপ কিছু করিয়া প্রজা দিগকে বুঝাইয়া না দিয়া যদি জন সংখ্যা লইতে প্রবর্ত্ত হন, তবে তাহাদের যত্ন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইবে এবং ভ্রম পূর্ণ জন সংখ্যা লওয়া অপেক্ষা উহা মোটে না লওয়াই ভাল। যত দিন জনসংখ্যা না লওয়া হইবে, তত দিন নিসর্গ স্বীয় ধর্ম্ম বলে দেশের সামাজিক রাজ নৈতিক প্রভৃতি নিয়ম সমুদয়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিবেন। জন সংখ্যা লওয়া হইলে তখন গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ নিসর্গের কতক ভার গ্রহণ করিবেন এবং ভ্রম মূলক ভিত্তি ভুমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাহা গঠন করিবেন, তাহাই সাংঘাতি হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপার যে পরিমাণে বিজ্ঞান শাস্ত্রাধীন আসিবে, সংসার তত সুখ স্বচ্ছন্দতার আলয় হইবে। সকল ব্যাপারই কোন না কোন নৈসর্গিক নিয়মাধীন। এই নিয়মটী যত দিন আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন মনুষ্য তাহাকে আয়ত্তাধীন ও নিজ ইচ্ছা মত নিয়োজিত করিতে পারে না। মনুষ্যের ঐহিক পরাত্রিক যাবতীয় মঙ্গল তাহা জন সংখ্যার তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করে। যে দেশের জন সংখ্যা যত পরি সুদ্ধ, সে দেশের পণ্ডিতেরা জীবন যাত্রার নিয়মাবলী তত পরিষ্কার করিতে সক্ষম। কিন্তু জন সংখ্যা মানে যদি গবর্ণমেণ্ট দেশে কত স্ত্রী কত পুরুষ কি কত বালক বালিকা প্রভৃতি আছে তাহাই বুঝিয়া থাকেন তবে ইহা দ্বারা অতি অল্প উপকার হইবে। আমরা এসম্বন্ধে পূর্ব্বে পুনঃ পুন বলিয়াছি। এক্ষণ গবর্ণমেণ্টকে আবার স্মরণ করিয়া দিব। জন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যাহাতে বাঙ্গালী দিগের শারীরিক নিয়ম, মানসিক, আধ্যাত্মিক বৃত্তি নিচয়ের গতি কি শক্তি প্রভৃতির পচিয়য় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে গুটী কয়েক প্রশ্নের প্রকটন করি। ফল সামাজিক বিজ্ঞান বিৎ গণের পরামর্শ লইয়া গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সেই ব্যয় পড়িবে এবং সেই যত্ন ও পরিশ্রম লাগিবে, এমন অবস্থায় কাজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া নিতান্ত প্রর্থানীয়।

The Cess—The Hindoo Patriot very coolly indeed annunces to the public that the cess committee have concluded their labours and they have recommended a cess of 4 pies per Rupee upon profits from land! Whether our contemporary has great faith in the judgement of Babu Digambar mittra, one of the members rather the only Native member properly so called who gave his assent to the Bill; or what we do not know, certain it is he has refrained from giving any opinion as the papers on the subject have not been publshed. We do not know the details of the scheme but we know that a cess of four pies upon profits from land, will be levied and the Ryots will have to pay $\frac{3}{4}$th of the aggregate rate. Th's information is quite sufficient for the present. His Grace the duke of Argyll inflicted us with a long despatch, full of fine phrases liberal sentiments, and unsound arguments when he only meant to levy a cess which he could have done infinite times better by a line of few words and the value of the papers submitted by the cess committee to government can be best understood by the conclusions arrived at by them. We shall first of all try to show what a cess and a cess of 4 pies practically mean.

The cess then means a capitation tax as paid by the inhabitants of Pegu and some thing more, it means a combination of a capitation tax and an Income tax. Worse than either, the combination makes it doubly worse. 'In Bengal we know of no man who does uot hold land in some shape ar other. With the exception of few permanent inhabitants of large cities every body here has at last some biggas of land which he can call his own. So the only favorable feature of the Income tax that it presses only upon the rich or man of substance is wanting in the cess. The Temple tax is no doubt very high but 2 1/12th per cent, the rate recommended by the committee is not low, and while the former has been denounced and can never be permanent the latter is but the thin end of the wedge as the Secretary of State strictly enjoined the government to begin with extremely low rates. Two per cent is then according to the opinion of the Cess committee an exceedingly low rate! Then the capitaton tax though more barbarous is never thless less harrassing but the contemplated cess as more intricate in its process will throw the whole landed tenure system of Bengal into confusion. 'It will spread dissension amongst Ryots, Gantidars and Zemindars which will be more harrassing than the payment itself. It will throw the Ryots completely at the mercy of the Zemindars and every unscrupulous Zeminder will take advantage of it. That some Zemindars will recoup themselves by taking not only the Ryots share, but his own share also and some times more than his own share will be readily believed and no amount of legislation can prevent it. We would have undoubtedly prefered Mr. Chapman's simpler plan but for the unequal pressure it would put upon different districts. Mr Chapman, who divulged the real intention of Government on this measure proposed a cess of one pie per bigga, and thus calaulated the incidence of land Revenue per Bigga in the Presidency division, exclusive of the Sunderbons.

	As	P
24 Pergannas	4	10¼
Jessore	2	8 „
Nudea	2	2 „

And a pie per bigah would produce

24 Pergannas	Rs. 25550
Jessore	„ 36820
Nudea	„ 32240

Now in the Government Records we find the total arca of Bengal to be 240,462 square miles, and that of Sunderbund 6300 miles, the total area of Bengal there-

ইনকমট্যাকস লইয়া যুদ্ধের ফল ॥

ইনকম ট্যাকসের সংগ্রামে পরাস্থ হওয়া অপেক্ষা উহা না করা ভাল ছিল। রাজায় প্রজায় বিবাদ ভারি ভয়ানক কথা। এবিবাদ অন্যান্য বিবাদের ন্যায় কোন পক্ষের অনিষ্ট না করিয়া মীমাংসিত হয় না। বিবাদ হইলেই হয় প্রজার হারি কি রাজার হারি। যত দিন ভারতবর্ষের সমুদয় প্রজারা একেস্বরে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়াছিল ততদিন গবর্ণমেণ্টের ভয় ছিল। ইনকম ট্যাকসের সংগ্রামে গবর্ণমেণ্টের সে ভয় দূর হইল। এক্ষণ রাজকীয় কর্ত্তারা জানিলেন যে ভারত বর্ষীয় প্রজারা যতই যাহা করুক কিন্তু তাহাদের সমুদয় শরতের গজ্জন। গবর্ণমেণ্ট এবার যদি আবার ৩৵০ আনা ট্যাকস বহল রাখেন কি ৩৵০ আনার স্থলে আরও কিছু বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে মিষ্ট বাক্য দ্বারা প্রজার নিকট উহা রুচিকারক করিবার যত্ন করিবেন না। কলিকাতা বণিক সম্প্রদায়ের পত্রের উত্তরে গবর্ণমেণ্টের এক্ষণকার মেজাজের কত কপরিচয় পাওয়া যায়, আমরা ইহার আরও অনেক পরিচয় পাইতেছি। ইনকম ট্যাকসের প্রতি লোকের ভয়ানক বিতরাগ এবং ইহা কিছু মাত্র সাম্য না হইতে দেশে অন্যান্য ট্যাকসের প্রস্তাব হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া না আপনাদিগের বিশেষ ক্ষতি করা হইয়াছে। সকলের কত্তব্য এক্ষণে যাহাতে ইহার প্রতি বিধান হয় তাহা করেন। আমরা ষ্টেটসেক্রেটরি পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। এক্ষণে আরও দুয়ার আছে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের যত দোষ থাকুক আপিলের স্থানের সীমা নাই। আমরা এক্ষণ পালিয়েমেণ্ট, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ সমাজ প্রভৃতি অনেকের কাছে সুবিচারের প্রত্যাশা করিতে পারি। এবং এগুলি আমাদের দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে একটি কথা আছে, কিছু ঘাটাইয়া ছাড়িতে নাই। গবর্ণমেণ্টকে ঘাটান আরও বিপদ। সোভাগ্যক্রমে শুনা যাইতেছে যে, পালিয়েমেণ্টের কোন কোন সভ্য আমাদের সপক্ষ আছেন। রাজ মন্ত্রী বর্গের কেহ কেহ আমাদের হিতাকাংক্ষী। এতদ্ভিন্ন বোম্বাইর দাদা ভাই নারজী ইংলণ্ডে আছেন। তাহার যত্নে ইংলণ্ডের অনেকে এক্ষণ আমাদের প্রতি দৃষ্টি পাত করিবেন বোধ হইতেছে। এ সমুদয় লক্ষণ মন্দ নয়। কিন্তু আমরা নিজে আমাদের সাহায্য করিলে ঈশ্বরও আমাদের সপক্ষ দণ্ডায়মান হইবেন। আমাদের এক্ষণ কি করা কর্ত্তব্য তাহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে। দেশ সমেত আবেদন করিলে কোন ফল হয় কি না তাহা আমরা জানিনা। আবেদন করিয়া ২ আমাদের ত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। উহাতে আর মজা নাই। এখান হইতে যদি কোন ক্ষমতাবান পুরুষ ইংলণ্ডে যান ও ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী এমন করিয়া কহিতে পারেন যে ইংলণ্ডের মন ভিজে যায় তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। আবেদন করায় ক্ষতি নাই। কিন্তু বীজ বপন করার পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি অলীক না হয় তবে আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। ইংলণ্ডে যদি উপযুক্ত স্থানে বীজ ফেলা যায় তবে নিশ্চয় ফল ফলিবে। ইংলণ্ডে অন্যান্য দেশের ন্যায় তিন শ্রেণীর লোক আছেন। উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। ইহার উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বার্থ যে ভারতবর্ষ এক্ষণকার প্রণালীতে শাসিত হয়, সুতরাং তাহাদের নিকট আমাদের কোন দুঃখের কথা বলিলে লাভ নাই। মধ্যম শ্রেণীরও ইহাতে স্বার্থ আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন এবং নিম্ন শ্রেণী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক রূপ সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইংলণ্ডে আমাদের যে আশা সে শেষ দুই শ্রেণী লইয়া। এপর্য্যন্ত আমরা বড় লোকের পাছ পাছ ঘুরিয়াছি এবং তাহাতেই দুর্গতি। যদি ভারতবর্ষ হইতে কেহ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন, তবে তাহারা যেন মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর নিকট ভারতবর্ষের দুঃখের কথা বলেন, ইংলণ্ডের এই দুই শ্রেণীর হাতে অনেক ক্ষমতা আছে। ইহারা মনে করিলে সবই করিতে পারেন। ফল ইংলণ্ডে গিয়া যে কি করা কর্ত্তব্য সে পাছের কথা। এক্ষণ আমরা কি রূপে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারি? ভারতবর্ষ এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা ট্যাকস প্রভৃতি দ্বারা অধিক নিষ্পীড়িত হউক, কিন্তু আমাদের এক বিষয়ে এটী ভারি সুসময়। ভারতবর্ষের যদি কখন কোন উন্নতি হয় তবে ইংরাজ দিগের সহায়তায়। ইংরাজেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদের সহায়তা করিবেন না, তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইতে পারে। এবার ইংরাজেরা আমাদের এক স্বার্থে আবদ্ধ হইয়াছেন। আমরা এই সুযোগে অনেক কাজ করিয়া লইতে পারি। এক্ষণ ইংলণ্ডে লোক পাঠাইলে ইংরাজেরাও তাহাতে উৎসাহ ও যত্ন দেখাইবেন। কলিকাতার কোন ২ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এবিষয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দেশ সমেত লোকের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি পাঠানের উদ্যোগ কে করিতেছেন তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে শুনি নাই। এদেশ হিতৈষী যিনিই হউন, তাহার এব্যাপারটী যেমন গুরুতর তেমনি উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। আমরা একবার প্রস্তাব করি যে এসম্বন্ধে সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কর্ত্তব্য। এমিত্রে সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেও বিস্তর উপকার হইবে। আমাদের দেশে প্রায় ২০ কোটী লোক এবং প্রত্যেকে যদি এক আনা করিয়া চাঁদা দেন তাহা হইলেও বিস্তর অর্থ উঠিবে। এসমুদয় সাধারণের কাজ। ইহাতে সকলের যোগ দিলে প্রর্থনারও অনেক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে।

জন সংখ্যা।

জন সংখ্যা লইবার সময় অতি নিকটবর্ত্তী, মাঝে কেবল একমাস আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার কি উদ্যোগ করিতেছেন? আমরা একবার শুনিয়াছিলাম যে মহকুমার ভার প্রাপ্ত রাজ কর্ম্মচারিরা এবার শীতকালে মফস্বলে বাহির হইয়া এবিষয় সাধারণের গোচর করিবেন। তাঁহাদের উপর একটী মোটা মুটী গোচজনসংখ্যা লইয়ার ভারও দেওয়া হয় কিন্তু তাহার পর আমরা শুনিলাম যে, সেটী স্থগিত হইল। ইহার মধ্যে কলিকাতায় ইহা লইয়া কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছিল। কিন্তু তাহারও অবসান দেখা যাইতেছে। সমুদয় কমিটির মিউনিসিপাল অধীনস্থ স্থানের জন সংখ্যা লওয়ার অদ্ধেক ব্যয় ভার তাহাদের বহন করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, মিউনি সিপাল কমিটির সভ্যরা তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাহাও ঐ পর্য্যন্ত হইয়া রহিয়াছে। তবে কি গবর্ণমেণ্ট জন সংখ্যা লওয়া এবার ক্ষান্ত দিলেন? অর্থ অনটন এক আপত্তি, তাহা আর গবর্ণমেণ্টের করিবার যো নাই, ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ এবার সঞ্চয় রহিয়াছে, তবে ইহা ত্যাগ করার ত কোন কারণ দেখিনা? এক রাত্রে এক সময় সমুদয় বাঙ্গলার জন সংখ্যা লইবেন অথচ কোন ভ্রম হইবেনা, এ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। গবর্ণমেণ্ট কি তাইতে পাছুইয়া গেলেন? ফল গবর্ণমেণ্টের যদি প্রকৃত জন সংখ্যা লওয়া এক্ষণও অভিপ্রায় থাকে, তবে এরূপ চুপ করিয়া থাকার কাজ নয়। ভিন্ন দেশীয় রাজা কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল শাসন হওয়াতে এদেশের প্রজারা স্বভাবতঃ ভারি সন্দিগ্ধচিত্ত। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীতে এটী বৃদ্ধি না করুক অপলোপ করে নাই, প্রত্যুত ইনকম ট্যাকস, মিউনি সিপাল ট্যাকস প্রভৃতি দ্বারা লোকে গবর্ণমেণ্টের সকল কাজে এক্ষণ সন্দেহ করে। জন সংখ্যা কি এবং গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রয়োজন বা কি তাহা এদেশের যদি সহস্রের মধ্যে একজন বুঝে। যখন বাঙ্গলায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাধারণ জরিপ হয়, তখন অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও ইহাতে মনে মনে কত সন্দেহ কল্পনা করেন

ন। জন সংখ্যা গ্রহণ কালে সুতরাং লোকে যে ভয় পাইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের পরি সুদ্ধ রূপে জন সংখ্যা লওয়া যদি অভিপ্রায় থাকে তবে লোকের হৃদয় হইতে যাহাতে এই ভয়টি যায় তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। এভয় লোকের পরাধীন তার নিমিত্ত প্রায় মজ্জা গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহা দুরকরা একদিনের কাজ নয়। দূর করিতে আয়াস ও যত্ন লাগিবে। অজ্ঞ প্রজা রা সকলের কথা বিশ্বাস করে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী মাত্র তাহাদের নিকট সন্দেহের পাত্র। জমিদারকে করিয়া ও এক্ষণ অনেকের আস্থা নাই। যে সমুদয় লোক যাহাদের প্রায় সমকক্ষ তাহারাই মনে করিলে এটী হইবার সম্ভাবনা। ভদ্র সমাজে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম কঠিন ভিন্ন সহজ নয়। চাষা গ্রামের বুদ্ধির স্থলি গ্রামের মণ্ডল। তাহাদের দ্বারা এ সমুদয় স্থলে এটী পূর্ব্বাহ্নে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা একবার স্কুল মাষ্টার, পণ্ডিত, স্কুল ইনেস্পেক্টর, পোষ্টমাষ্টর, ইস্পেকটিং পোষ্ট মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি এবিষয়ের ভার দেওয়ার কথা প্রস্তাব করি। এতদ্ভিন্ন এক্ষণ অনেক গ্রামে সুশিক্ষিত লোক পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট একটু যত্ন করিলে তাহারাও ইহাতে যথোচিত মনোযোগ দেখাইতে পারেন। আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব একবার এ সম্বন্ধে একখানি পরোয়ানা প্রচার করেন এবং তিনি এদেশের সেকেলে জন কয়েক বৃদ্ধের নিকট ইহা পাঠাইয়া দেন। ইহাদের মধ্যে একজন এই পরোয়ানা পাইয়া ভারি ভীত হন এবং আমাদের কাছে আসিয়া উহার নিগুঢ় তাৎপর্য্য শুনিয়া তাহার ভয় কতক দুর হয়। এসব এ সমুদয় লোকের কাজ নয়। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে ভারি ভয় করেন। সুতরাং নিজের যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে প্রজাকে কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিবেন। জন সংখ্যার উদ্দেশ্য ও তাহা দ্বারা প্রজার কত মঙ্গল সম্ভাবনা, তাহা সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ও কাগজে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া গ্রামে প্রচার করিলেও লোকে উহার মর্ম্ম কতক বুঝিতে পারিবে। ফল গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্নে এরূপ কিছু করিয়া প্রজা দিগকে বুঝাইয়া না দিয়া যদি জন সংখ্যা লইতে প্রবর্ত্ত হন, তবে তাহাদের যত্ন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইবে এবং ভ্রম পূর্ণ জন সংখ্যা লওয়া অপেক্ষা উহা মোটে না লওয়াই ভাল। যত দিন জনসংখ্যা না লওয়া হইবে, তত দিন নিসর্গ স্বীয় ধর্ম্ম বলে দেশের সামাজিক রাজ নৈতিক প্রভৃতি নিয়ম সমুদয়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিবেন। জন সংখ্যা লওয়া হইলে তখন গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ নিসর্গের কত ক ভার গ্রহণ করিবেন এবং ভ্রম মূলক ভিত্তি ভুমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাহা গঠন করিবেন, তাহাই সাংঘাতি হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপার যে পরিমাণে বিজ্ঞান শাস্ত্রাধীন আসিবে, সংসার তত সুখ স্বচ্ছন্দতার আলয় হইবে। সকল ব্যাপারই কোন না কোন নৈসর্গিক নিয়মাধীন। এই নিয়মটী যত দিন আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন মনুষ্য তাহাকে আয়ত্তাধীন ও নিজ ইচ্ছা মত নিয়োজিত করিতে পারে না। মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক যাবতীয় মঙ্গল তাহা জন সংখ্যার তালিকার উপর অনেক টা নির্ভর করে। যে দেশের জন সংখ্যা যত পরি সুদ্ধ, সে দেশের পণ্ডিতেরা জীবন যাত্রার নিয়মাবলী তত পরিষ্কার করিতে সক্ষম। কিন্তু জন সংখ্যা মানে যদি গবর্ণমেণ্ট দেশে কত স্ত্রী কত পুরুষ কি কত বালক বালিকা প্রভৃতি আছে তাহাই বুঝিয়া থাকেন তবে ইহা দ্বারা অতি অল্প উপকার হইবে। আমরা এসম্বন্ধে পূর্ব্বে পুনঃ পুন বলিয়াছি। এক্ষণ গবর্ণমেণ্টকে আবার স্মরণ করিয়া দিব। জন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যাহাতে বাঙ্গালী দিগের শারীরিক নিয়ম, মানসিক, আধ্যাত্মিক বৃত্তি নিচয়ের গতি কি শক্তি প্রভৃতির পচিয়য় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে আমরা পুর্ব্বে গুটী কয়েক প্রশ্নের প্রকটন করি। ফল সামাজিক বিজ্ঞান বিৎ গণের পরামর্শ লইয়া গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সেই ব্যয় পড়িবে এবং সেই যত্ন ও পরিশ্রম লাগিবে, এমন অবস্থায় কাজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়।

THE CESS—THE HINDOO PATRIOT very coolly indeed annunces to the public that the cess committee have concluded their labours and they have recommended a cess of 4 pies per Rupee upon profits from land! Whether our contemporary has great faith in the judgement of Babu Digambar mittra, one of the members rather the only Native member properly so called who gave his assent to the Bill; or what we do not know, certain it is he has refrained from giving any opinion as the papers on the subject have not been publshed. We do not know the details of the scheme but we know that a cess of four pies upon profits from land, will be levied and the Ryots will have to pay $\frac{3}{4}$th of the aggregate rate. This information is quite sufficient for the present. His Grace the duke of Argyll inflicted us with a long despatch, full of fine phrases liberal sentiments, and unsound arguments when he only meant to levy a cess which he could have done infinite times better by a line of few words and the value of the papers submitted by the cess committee to government can be best understood by the conclusions arrived at by them. We shall first of all try to show what a cess and a cess of 4 pies practically mean.

The cess then means a capitation tax as paid by the inhabitants of Pegu and some thing more, it means a combination of a capitation tax and an Income tax. Worse than either, the combination makes it doubly worse. 'In Bengal we know of no man who does uot hold land in some shape ar other. With the exception of few permanent inhabitants of large cities every body here has at last some biggas of land which he can call his own. So the only favorable feature of the Income tax that it presses only upon the rich or man of substance is wanting in the cess. The Temple tax is no doubt very high but 2 1/12th per cent, the rate recommended by the committee is not low, and while the former has been denounced and can never be permanent the latter is but the thin end of the wedge as the Secretary of State strictly enjoined the government to begin with extremely low rates. Two per cent is then according to the opinion of the Cess committee an exceedingly low rate! Then the capitaton tax though more barbarous is never thless less harrassing but the contemplated cess as more intricate in its process will throw the whole landed tenure system of Bengal into confusion. 'It will spread dissension amongst Ryots, Gantidars and Zemindars which will be more harrassing than the payment itself. It will throw the Ryots completely at the mercy of the Zemindars and every unscrupulous Zeminder will take advantage of it. That some Zemindars will recoup themselves by taking not only the Ryots share, but his own share also and some times more than his own share will be readily believed and no amount of legislation can prevent it. We would have undoubtedly prefered Mr. Chapman's simpler plan but for the unequal pressure it would put upon different districts. Mr Chapman, who divulged the real intention of Government on this measure proposed a cess of one pie per bigga, and thus calaulated the incidence of land Revenue per Bigga in the Presidency division, exclusive of the Sunderbons.

	As	P
24 Pergannas	4	10½
Jessore	2	8 „
Nudea	2	2 „

And a pie per bigah would produce

24 Pergannas	Rs. 25550
Jessore	„ 36820
Nudea	„ 32240

Now in the Government Records we find the total arca of Bengal to be 240,462 square miles, and that of Sunderbund 6300 miles, the total area of Bengal there-

fore exclusive of the latter would be 234162 square miles. A cess of one pie per biggah would therefore produce in Bengal about 25 lacs or about 6 locs more than the Income tax collected in 1865-66. It may be discussed here as a very curious point how the Government would manage to expend such a large sum upon roads and schools, having at its disposal imperial grants and various Local funds for the same purpose but we have other serous matters at hand. Government then intended to begin at least with 25 lacs, with the additional intention of penetrating the wedge gradually deeper and deeper but the cess committee have adopted bolder steps, and let us see what 4 pies in the Rupee may practically mean. Though we cannot fortify our position with any reliable statistics, yet if we say that about 50 per cent of the whole population depend entirely and 50 per cent partially upon the produce of their land, we believe every one intimately acquainted with the state of the country will consider it a very low estimate, but we shall come to more accurate statistics by and bye. Dr Bedford as quoted in the Statistical Reporter of Mr Knight is said to have come to the conclusion after careful researches and experiments that the average income of Bengal peasants is Rs 5 per month, and each family has an avearge of five members. From this it would appear that one Rupee per head is quite suffcient for a Bengal peasant to live. But Dr Bedford also found that the average quantity of food consumed by each man was one seer of rice and about 13 chittacks of fish, oil &c. Now whether the average income as estimated by Dr Bedford was low, or the food consumed by the peasants was less than 1 seer and 13 chittaiks as stated by him, certain it is 30 or 31 seers of rice alone would cost more than a Rupee. But Dr Bedford made his investigations 24 years ago or long before the Crimean war after which the prices of provisions have doubled and trebled. We can therefere safely take 2 Rs per head per month or 24 Rs per annum as the lowest rate of living for Bengal peasants. Now if half of the population or 20 millions depend entirely upon land the cess collected from them alone would amount to ONE MILLION STERLING minus the value of labour and something else to be presently stated. Add to this the cess to be collected from the other half who partially depend upon and for their subsistence and the whole sum thus collected may amount to as much as half of the land Revenue now collected in Bengal! It is true that the profits of the same piece of land are divided between different tenure holders and the aggregate rate will have to be paid by them all but then 2 Rs per head is a very low rate for the peasants and much more so in the case of those gentries we mean gantidars, putnidars, igardars, lakheragdars &c. &c. whose number is not inconsiderable in Bengal. It would be ludicrous to mention the name of zemindars in this catalogue who spend vast sums annually. It is true the above speculations are not founded upon any solid basis but we intend to grapple with the subject in our next with more accurate statistics.

The Government then originally intended to begin with 25 lacs but the cess committee it seems have gone further. The Permanent settlement stood as an insuperable barrier to the further increase of Revenue in Bengal, Government has been trying to undermine it since the days of Mr Wilson, or immediately after the Proclamation of Her Gracious Majesty and the cess was found to be an appropriate tool to break through it surreptitiously. The Ryots were patted on the back and the zemindars threatened but the Ryots stood firmly by their landlords and the Government found it very difficult. to give an open thrust to the covenant. And says Mr Chapman "To levy a rate of the kind upon the zemindars alone, would be, if not a breach of the settlement, so like it, that it would be impossible to persuade them at any rate that we had not broken faith." "What harm" thought the greedy Government "What harm, if we also levy a rate upon the Ryots it will satisfy the Zemindars and what is more important, bring more money to our coffers" Zemindars must not forget that the Ryots firmly stood by them and by their disinterested and generous endeavours to help their landlords—generous because Government promised to help them with the money levied from the Zemindars-have brought upon themselves the greater portion of the burden. It now remains to be seen what steps the Zemindars take to help the Ryots who were caught by going to help them. The cess as contemplated by the Cess Committee will not sit heavily upon them and it behoves them, therefore, to make greater efforts to liberate themselves and their countrymen from this unnecessary. heavy, vexatious and hateful impost. We shall take up the subject in our next.

PROTECTIVE DUTIES—The ENGLISHMAN in going to comment upon our article "The Financial dilemma" has shown the fairness and candour which characterize that Journal under its present regime. High authority as our contemporary is, we want arguments to convince and not simply opinions to stagger us. We were fully aware that the views we urged in our article were completely at variance with the opinions of some of the highest authorities on the subject, but we sometimes prefer to look through the medium of common sense & not science. Science give clairvoyant powers, but not always, it oftentimes makes men more dim-sighted. To master science is one thing & to be mastered by science is quite another thing. It was science which hampered the Austrian generals & they were beaten by the great Napolean. It was science which made the Government guilty of the murder of millions of Oorias by famine and it is science which makes the Brahmin logicians so ridiculous in the eyes of common people. Unscientific men are superistitious because of their ignorance, but scientific men are no less so because of their conceit. Neither do we believe, the great writers on political economy would thus give an unqulified approval of free trade, if they had contemplated the condition of such a country as India. Neither are we peculiar in our views, for our leading contemporary fairly admits that we are borne out in this respect by the majority of the French Press and not by a few members of the English Press, and our contemporary we trust, will also admit that however scientific men and merchants may declaim, no country has yet practically given freedom to its trade. The thing is, the condition of India is in many respects peculiar and the same law which holds good in other countries may not hold good here. We have very little space but we shall try to notice, some of the points urged by our contemporary.

Trade like water if left to itself will find its own level, but not when artificially obstructed. Now if you take annually large sums of money from a country never to be returned, you throw the inhabitants into the necessity of exporting as much to make up the loss. Prosperous nations import some thing more than their exports but in India it is quite otherwise. Trade finds its own level but why is it so here? Why are our exports so much in excess of our imports? India is governed by a host of highly paid officials who come here to earn money and retire with large fortunes. Rich merchants come here for the same purpose, and retire to their country. Then again add these drains.

Home charges	6,500,000
Interest	1,000,000
Interest to Railway creditors	3,500,000

and the whole may amount to about half of the whole Revenue of India which is never sent back there. The consequence of these drains is an unhealthy exportation, which cannot be removed withnot the removal of the cause but can be partially checked by protective duties.

বিদ্রোহ সূচক আইন।

গত শুক্রবারে এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ষ্টিফিন সাহেব সিমলায় থাকিতে বলেন যে, কলিকাতায় গিয়া তিনি এ আইনের মর্ম্ম স্পষ্ট রূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা এই আইনটী বিধিবদ্ধ কেন হইল এবং ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহার কিছু এক্ষণ ও বুঝিতে পারি নাই। ব্যবস্থাপকেরা রাজ্যে কোন রূপ বিশৃংখলা কি সুবিচারের অভাব হইলেই কোন আইনের অনুষ্ঠান এবং বিধান করেন। ষ্টিফিন সাহেব তাঁহার বিদ্রোহ সূচক আইন পাশ করিয়া উহার বিপরীত কাজ করিলেন। আইন বিধিবদ্ধ করার পূর্ব্বে অন্ততঃ তাহার একটী উদাহরণ দ্বারা দেখান কর্ত্তব্য ছিল যাহাতে ব্রিটিশ রাজ্যে এ আইনটীর অভাব অনুভূত হইয়াছে। তিনি সেটী করেন নাই। "সম্বাদ পত্রে লেখা থাকিলেই, খুন, রাজ বিদ্রোহিতা প্রভৃতি অপরাধে কোন দোষ থাকিবে না, এরূপ কথা কেমন করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলেন,, তাহা ষ্টিফিন সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সম্বাদ পত্রের আশ্রয় লইয়া এরূপ সমুদয় গুরুতর দোষ করিয়াছে? তাঁহার এ বিশ্বাসটী কোথা হইতে আইল? তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের যে কোন কার্য্য লইয়া তোমরা যেরূপ ইচ্ছা হয় সেই রূপ তর্ক বিতর্ক কর কি লেখ এবং তোমরা এ আইন কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইবেনা, তবে এমন কোন কার্য্য যদি কাহার দ্বারা হয় যাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কেহ বল প্রয়োগ করে, তবে দণ্ডনীয় হইবে। এক্ষণে অনেক সম্বাদ পত্র পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক নির্ভয়ে ও স্পষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বোধ হয় সকলেরই এই ইচ্ছা যে প্রজারা সুখী হয় ও গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল হয়। ফল ষ্টিফিন সাহেব আইনটী করায় দেশের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতেন না। যত দিন দেশের লোকের ইংরাজ রাজ্যের প্রতি ভাল বাসা থাকে তত দিন তিনি এ বিষয়ে কোন আইন করায় তাহাদের কোন শঙ্কা নাই। তবে এ আইন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ দুইটী আপত্তি আছে। আমরা পূর্ব্বে একবার স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, আইনটীর ভাষা এরূপ হইয়াছে যে তাহার মানে এক এক জনে এক এক রূপ করিবে। ষ্টিফিন সাহেব নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা জানিয়া শুনিয়া এরূপ ভয়ানক অস্ত্র তাহা কর্ত্তৃক রাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়া আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি এ আইনটী কর্ত্তৃক বিচার পতিদিগের নিজের ইচ্ছার উপর অনেক ভার দিয়াছেন। ষ্টিফিন সাহেব উচ্চতম সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট আছেন। পূর্ব্বিকার বাদসা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাশালী গবরণর জিনারেলের তিনি সভাসদ। তিনি স্বর্গ হইতে অনায়াসে বজ্র নিঃক্ষেপ করিতে পারেন। বজ্র যোগ্য কি অযোগ্য ব্যক্তির মস্তকে পতিত হয় তাহা তাহার জানার কোন প্রয়োজন করে না, তিনি যদি এদেশের জজ মাজিষ্ট্রেট দিগের বিচার প্রণালী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, তিনি যদি দেখিতেন যে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বৎসর বৎসর কত আপিল রদ হয়, সেসনে সোপর্দ্দ কৃত মকর্দ্দমায় আসামীরা খালাস পায়, তাহা হইলে আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার চিন্তা করিতেন যে তিনি কি করিতে বসিয়াছেন। সম্বাদ পত্রের সম্পাদক দিগের ব্যাবসায় বিচার পতিগণের কার্য্য লইয়া তর্ক বিতর্ক করা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদৎ এ পর্য্যন্ত ইহা তাহারা নির্ভয়ে করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং বিচার পতিগণের সঙ্গে তাহাদের ভারি বিবাদ। ইহাদের অনুগ্রহের অধীন থাকিতে হইলে সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা এক রূপ অন্তর্হিত হইবে। ষ্টিফিন সাহেবের প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক আমরা অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাই নাই, সুতরাং অদ্য আমরা সকল কথা বলিতে পারিলাম না।

ইউরোপিয় যুদ্ধ।

যুদ্ধের অবস্থার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। এক্ষণ এক ভাবে রহিয়াছে। যখন যুদ্ধের প্রারম্ভ হয় তখন উভয় পক্ষীয়েরা এক রূপ উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রশিয়গণ যত জয় লাভ করেন তাহাদের তত উচ্চাভিলাস উত্তেজিত হয় এবং ফারাশিশ গণ যত পরাজিত হন অপমান গ্লানি দ্বারা তত উন্মত্ত হন। আজ কিছু দিন যুদ্ধ কতক স্থগিত আছে। এবং সম্ভবতঃ সে উন্মত্ত ভাবের কিছু লাঘব হইয়াছে। এক্ষণ দুই জনে স্থির চিত্তে বসিয়া উভয়ের লাভালাভ চিন্তা করিবার অবস্থা হইয়াছে। ফ্রান্স হাজারই বীর দর্প দেখান, সন্ধির নিমিত্ত তিনি যে লালায়িত হইয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি নিজের সম্মান রাখিয়া সন্ধি করিতে এক রূপ প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রশিয় গণ জয়ী হইয়াছেন কিন্তু তাহারাও এক্ষণ যুদ্ধ প্রবেশ করার ক্ষতি অনুভব করিতেছেন। তাহারা দেশ হইতে কৃষক, ব্যবসাদার, বণিক, প্রভৃতি সমুদয়কে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনিয়াছেন এবং কবে যে তাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহার ঠিকানা নাই সুতরাং তাহাদের দেশের কৃষি কার্য্য বাণিজ্য ব্যবসায় প্রায় স্থগিত হইবার উপক্রম। রাজ্যের পক্ষে এ একটী বিশেষ ক্ষতি। ক্রমে ক্রমে এত ফারাশিশ সৈন্য প্রশিয়ার হস্ত গত হইয়াছে যে তাহাদের আহার যোগাইতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের পাঁচ দেশ লইয়া কারবার। ইহার মধ্যে অনেকের প্রশিয়কে করিয়া আবার অন্তরিক ঘৃণা আছে কাজেই কবে কে লড়িয়া উঠে প্রশিয় গবর্ণমেণ্টের মনে সে ভয়ও কথক আছে এবং এই সমুদয়ের নিমিত্ত প্রসিয়েরাও সন্ধি করার কতক ইচ্ছা থাকিতে পারে কিন্তু তাহারা প্রথম কাহার সঙ্গে সন্ধি করিবেন। সম্রাট নেপলিয়ানের কারারুদ্ধ হওয়ার পরে ফ্রান্স এক রূপ রাজা শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। প্রজা তন্ত্র রাজ্য শাসন প্রণালী দেশে প্রচলিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অদ্যাপি সকল রাজ্যের রাজারা মঞ্জুর করেন নাই। স্বয়ং ফ্রান্সেও এক্ষণ এটী সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নাই সুতরাং ফ্রান্সের সঙ্গে এ অবস্থায় সন্ধি করিলে তাহার উপর তত নির্ভর করা যায় না। আজ বাদে কাল যদি একজন ফ্রান্সে রাজা হন তবে তিনি অনায়াসে সে সন্ধি উলংঘন করিতে পারিবেন। প্রশিয়েরা, জানেন যে ফ্রান্স কোন কালে এবারকার অপমান ক্ষমা করিবেন কি ভুলিবেন না। কাজেই তাহাদের এরূপ সন্ধি করা প্রয়োজন যাহাতে ফরাশিশ গণ আর বলবান হইতে না পারেন। তাহারা এই নিমিত্ত লরেইন ও এলসেস ফ্রান্স হইতে ছিন্ন করিয়া জর্ম্মেণীর অন্তর্গত করিতে চান। ফ্রান্সের এটি করিতে হইলে অপমানের শেষ হয় এবং সমুদয় ফ্রান্স প্রশিয় গণের হস্ত গত না হইলে তাহারা এ অপমানটী স্বীকার করিবেন না। যুদ্ধের অবসান এই নিমিত্ত হইতেছে না। পৃথিবীর মধ্যে তিনটী রাজ্য আছে যাহারা প্রবেশ করিলে যুদ্ধর অবসান হইতে পারে। কিন্তু যিনিই এক পক্ষের সপক্ষতা করিবেন তাহারই অপর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবেশ করিতে হইবে এবং ইংলণ্ডের যুদ্ধ সম্বন্ধে সেরূপ অবস্থা নাই, ইচ্ছাও নাই। রুশিয়া অপরের অপেক্ষা নিজের স্বার্থ ভাল বাসেন ও আমেরিকা অনেক দূরে এবং যুদ্ধে তাহার কত দূর ক্ষমতা আছে সে বিষয় আমরা এক্ষণ ও বুঝিতে পারি নাই।

সংবাদ।

—১৯ তারিখে রাজ মহল হইতে দারজিলিং ডাক যাইতেছিল। ২০ তারিখের সকালে দিনাজ পুরের উত্তর পাঁচ ক্রোশ এক স্থানে উহা ডাকাতি মারিয়া লয়াছে।

—ষ্টার অব ইণ্ডীয়া নামক পত্রিকায় একটি ভয়ানক হত্যা কাণ্ডের বিষেয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্জুন নামক এক জন নাপিতের সঙ্গে তাহার স্ত্রীর বনি বনায় ছিল না॥ এক দিন রাত্রে সে ক্ষুর দ্বারা তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়া আপনি এক দলা আফিং খায়॥ সকালে দেখা যায় যে অর্জুন তাহার স্ত্রীর শবের নিকট অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হাঁস পাতালে লইয়া গিয়া তাহাকে চৈতন্য করার যত্ন করা হয়, কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হয়।

—রাজ্ঞী কন্যার সঙ্গে আমাদের ডিউক অব আরগাইলের পুত্রের বিবাহের যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে মহারাণী সম্মতি দিয়াছেন। রাজ্ঞী কন্যার নাম লইস কারোলাইন আলবার্টা এবং ডিউক অব আরগাইলের পুত্রের নাম জন জর্জ্জ এডোয়ার্ড হেনরি ডোগ্লাস সাউদার লাণ্ড কাম্বেল। ইহাকে সচরাচর মার কুইস অব লোরন বলিয়া লোকে ডাকে।

—এদেশে শীত বিলক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে এবং খেজুর গুড় প্রভৃতিও যথেষ্ট হইতেছে।

—গণেশ খণ্ডের একটী গবর্নমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণার্থে ৪ লক্ষ টাকা গবর্নমেণ্ট হইতে মঞ্জুর হয়, কিন্তু এক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে যে ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গবর্নমেণ্ট ইহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া তিন জনকে হাজতে দিয়াছেন এবং সমুদয় কণ্ট্রাক্টরের কাগজ পত্র পোলিস কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে॥

—মান্দ্রাস ব্যাঙ্কে যে জুয়াচুরীর কথা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করি, তাহার কথক বাহির হইয়াছে॥ যে বালক ড্রাফট দুইবার ভাঙ্গাইয়া লয়, সে ধরা পড়িয়াছে॥ এ বালকটী একটী বেশ্যার ভ্রাতা এবং সে বেশ্যাটী ব্যাঙ্কের এক জন নিম্ন শ্রেণী কর্ম্মচারীর রক্ষিত॥ সম্ভবতঃ এই কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সমুদয় কাণ্ড হইয়াছে।

—আমেরিকাতে পুতলির বিবাহ লইয়া ভারি আমোদ যাইতেছে॥ যেখানে এই বিবাহটি হয় সেখানকার গ্রামের সমুদয় বালিকারা একত্রিত হয় এবং বিবাহের যেমন আয়োজন করিতে হয় তাহা করা হইয়াছিল॥ তাহারা খাদ্যাদির আয়োজন করে এবং টেবেলে সমুদয় সাজাইয়া রাখে। কন্যা ও কন্যা যাত্রী পুতল সমুদয় এখানে প্রকৃত বিবাহে যেমন বসে তেমনী শ্রেণী বদ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছিল॥ বিবাহের পর কন্যা যাত্রীরা ইউরোপে কন্যা লইয়া ভ্রমণ করিতে যাইবারি উদ্যোগ করিতেছে॥ আমাদের দেশে বিড়ালে২, বানরে২ বিবাহের কথা ও তাহা লইয়া বাজি বাজনা খরচ পত্রের কথা অনেক শুনা যায়॥ বট ও পাকুড় বৃক্ষে বিবাহের প্রথাও এখানে প্রচলিত আছে॥ বটে ও পাকুড়ে বিবাহ দিলে নাকি পুণ্য হয়॥ কোথাও২ পুতলের বিবাহ হইয়া থাকে॥

—কোলা পুরের মহারাজা এক্ষণ ঐয়ারলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন॥ তিনি সেখান হইতে ইউরোপের প্রধান২ নগর ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন॥

—মৈস্মরবিৎ ডিউম সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছেন॥ তাহার লাহোর পর্য্যন্ত যাওয়ার অভিপ্রায় আছে॥ তিনি মেসমেরিজম দ্বারা কলিকাতায় অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন॥

—১৫ নবেম্বর মঙ্গলবারে বেলা ৯।০টার সময় ইষ্ট বেঙ্গাল রেলওয়ে একটি ভয়ানক বিপদ হইয়া গিয়াছে॥ এটী কুষ্টিয়া ও গড়ুইর মধ্যে সংঘটিত হয়॥

—ডেবিড ডফ নামক এক জন দালালের নিকট তিন জন হিন্দুস্থানী আসিয়া বলে যে টালার এক জন রাজা আসিয়াছেন এবং তিনি গবর্নমেণ্ট কাগজ খরিদ করিবেন॥ এই কথা শুনিয়া সাহেব তাহাদের সঙ্গে টালায় যান এবং সেখানে তাহারা ১৩ হাজার টাকার নোট ডফ সাহেবের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে॥

—গড়ুই হইতে এক খানি যাত্রীর গাড়ী আসিতেছিল এবং কুষ্টিয়ার নিকট আসিয়া কলিকাতা হইতে আগন্তু এক খানি মালের গাড়ীর সঙ্গে আহত হয়॥ রেলওয়ে চালক প্রহরী প্রভৃতি কর্ম্মচারিরা ও কলের কাছে যে গাড়ী থাকে সে গাড়ীতে যে সমুদয় যাত্রীরা ছিল তাহাদের কাহারও হাত, কাহার পা, কাহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে॥ কেবল এক জনের প্রাণ হানি হইয়াছে॥ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েও শুনা যাইতেছে একটী বিপদ ঘটিয়াছে। মগরা ষ্টেশনের নিকট একটি পুল অনেক দিন অবধি কিছু বসিয়া ছিল কিন্তু এবার সেখান হইতে গাড়ী চালাইতে পুল বসিয়া যায়॥ সৌভাগ্য ক্রমে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই॥ বোম্বাই হইতে আমরা আর একটী রেলওয়ে বিপদের কথা শুনিলাম॥ এটি ১৬ নবেম্বরে এবং বোম্বাই ও নাগপূরের মধ্যে সংঘটিত হয়॥ এখানি মালের গাড়ী॥ যখন এই বিপদ ঘটিয়াছিল তখন গাড়ী মৃদু গতিতে চলিতেছিল। রেলওয়ে বিঘ্ন সংঘটন হওয়া নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে॥ অর্ণব যানে যে সমুদয় বিপদ ঘটে তাহা অনেক স্থলে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন থাকে না, কিন্তু রেলওয়ে বিপদ যত্ন করিলেই নিবারণ করা যায়॥ আমরা শুনিতেছি বাঙ্গালার গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন॥

—প্রস্তাবিত আলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ঘুসরইর রাজা চারি হাজার টাকা, উলবার মহারাজা ৫০০ এবং সম্পতরের রাজা ২০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন চিরকাডীর মহারাজা ৫০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন॥ ইহার দ্বারা সংস্কৃত ও ইংরাজি দুইটি বৃত্তির সৃষ্টি হইবে॥

—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কুমিল্লাতে একটী মেলার উদ্যোগ হইতেছে॥ মেলা আগামী ১লা জানুয়ারিতে আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত সাত দিন থাকিবে॥ এখানে কৃষি যন্ত্র, কৃষি জাত দ্রব্য, দেশীয় বাণিজ্য জাত দ্রব্য, গবাদি পশু প্রভৃতির পরিদর্শন হইয়া যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য আনিবেন তাহারা পুরস্কার পাইবেন॥ এতদ্ভিন্ন কুস্তি, ও অন্যান্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা হইবেক॥ আমাদের সভাতর যশোহর ও কৃষ্ণ নগরে কোন আমোদই নাই॥

—বাঙ্গালোরে ইহার মধ্যে দিনে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে॥ এখানে দুদগমট্টা নামক একখানি গ্রাম বাসীরা মাঠে কাজ করিতে গিয়াছে এ অবকাশে ৬০ জন দস্যু গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রাম সমেত সকলের বাটি লুঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে॥

—সুয়েজ খাল খনন দ্বারা ইউরোপ ও আসিয়ার বিস্তর উপকার হইয়াছে। এমন কি এক্ষণ অনেক গুলি আসিয়ার দেশ ইউরোপের প্রতিবাসী স্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে খালের তত্ত্বাবধারক গণ অর্থ অনটন নিবন্ধন কিছু গোলে পড়িয়াছেন। খালটী সম্রাট লুই নেপলিয়ানের উদ্যোগে খনন হয়॥ এক্ষণ ফ্রান্স রাজ্যের দুরবস্থা সুতরাং সেদিক হইতে সাহায্য আসিবার সম্ভাবনা নাই॥ খাল কর্ত্তৃক ইংরাজেরা সর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত হইবেন কিন্তু খালটী সমুদয় তাহাদের ছাড়িয়া না দিলে সম্ভবতঃ তাঁহারা উহাতে প্রবেশ করিতেছেন না॥ এই অদ্ভুত কীর্ত্তিটী কি তবে কেবল অর্থের নিমিত্ত বিনষ্ট হইবে?

—কাউণ্টেস মেও ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে লডমেও শিবীর উদ্যোগ করিবেননা॥

—মান্দ্রাসে এবার ১৪০০ ছাত্র প্রবেশিকা এবং ২৮৪ জন ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছে॥

—জর্ম্মেনি তে একটী পাতকুঁয়া খনন করিতে২ কতক দূরে পাথর উঠে এবং পাথর কাটিয়া ৩৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে একটি জলস্রোত দেখা যায় এবং সেখানে একটি বেঙ্গ পাওয়া গিয়াছে॥ বেঙ্গটি দিব্য সজীব ও হৃষ্ট পুষ্ট আছে॥ মৃত্তিকার নিম্নে মাঝে২ এরূপ বেঙ্গ পাওয়া গিয়া থাকে॥

—লক্ষ্ণৌতে সাহেব দিগের মধ্যে নৌকায় বাইচ হইয়া গিয়াছে॥

—একখানি আমেরিকান কাগজে এক জন অদ্ভুত স্ত্রীর কথা বর্ণিত হইয়াছে॥ স্বামী জষ্টিশ অব দি পিস অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেটি কাজ করেন এবং স্ত্রী নিজে একজন কনেষ্টেবল॥ তিনি জুরিদিগকে আহ্বান সাক্ষীদিগের প্রতি সমনজারী প্রভৃতি কাছারির সমুদয় কাজ সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করেন॥ তিনি সুদ্ধ ইহাই করেন না, বসন্ত কালের প্রারম্ভে নিজ যত্নে একটি বাগান প্রস্তুত করেন এবং তাহার দেখা শুনা সমুদয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া করেন॥ বাগান উৎপন্ন শস্য কাটা মলার সময় উপস্থিত হইলে যদি জন মুজুর দুর্লভ হয় কি তাহাদের বেতন ভারি চড়িয়া যায় তবে স্বয়ং কর্ত্তন করেন এক রূপ যন্ত্র আছে তিনি সেই যন্ত্র আরোহণ করিয়া সুদ্ধ আপনার শস্য কাটেন না তাহার প্রতিবাসীরও শস্য কর্ত্তন করিয়া দেন॥ তাহার স্বামী উচ্চ বেতন দিয়া মুজুর কর্ত্তৃক শস্য কাটাইতে চান কিন্তু তিনি তাহা করিতে দেন না॥ তিনি বাহিরে এত কাজ করেন বলিয়া ঘর কান্না কাজের বিশৃংখলা হয় না॥ সেগুলিও পরিপাটি রূপে নির্ব্বাহ করেন॥ আমাদের দেশের চাষাদিগের মেয়েরা কনেষ্টেবেলী না করুক ক্ষেত্রে তাহাদের স্বামীর সঙ্গে খাটে, ছেলে মেয়ে লালন পালন করে এবং গৃহ কর্ম্ম সমুদয় করিয়া থাকে॥

—ডাক্তার চিবার্স তাহার জুরিস প্রুডেন্সে একটি নূতন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন॥ এটি মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে॥ মহারাষ্ট্রিয়রা কোন অপরাধীকে প্রাণ দণ্ড করিতে হইলে, প্রথমে আস্ত একটি মেষের চর্ম্ম ছিন্ন করে এবং উহা যত দূর লম্বা হয় টানিয়া তত দূর লম্বা করিয়া উহা দ্বারা অপরাধীর শরীর আবরণ ও শেলাই করিয়া আবদ্ধ করে॥ তাহার পরে তাহাকে কারাগারের ছাদের উপর প্রখর রৌদ্রে সূর্য্যামুখ করিয়া শয়ন করাইয়া রাখিয়া দেয়॥ চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যত কসিতে থাকে অপরাধীর শরীর তত সঙ্কোচিত হইতে থাকে, শেষে সে পিপসা ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পচিয়া গলিয়া মরিয়া যায়।

—বিলাতি একখানি সম্বাদ পত্রে ইন্দুরের অদ্ভুত অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একজন ভদ্র লোকের গৃহ শতাধিক বড় বড় নেঙটি ইন্দুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘর কাটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রাত্রে সমুদয় জিনিস পত্র লুঠ পাঠ করিয়া সকালে চলিয়া যায়॥

বিবিধ।

বহুকাল হইল আমরা আমাদের নূতন অভিধানের নমুনা পাঠক গণকে দেখাই, কিন্তু তাহাতে অনেকের তৃপ্তি হয় না। তাঁহারা আরো কিছু দেখিতে চান ও দেখিবেন বলিয়া আমাদিগকে ত্যক্ত করিতেছেন। কে এক জন তুলার শুদ্ধ নমুনা লইয়া একটি লেপ করিয়াছিল, এই পাঠক গণের সেই রূপ কিছু মনস্থ আছে না আছে বলিতে পারিনা। সে যাহা হউক তাঁহাদের অনুরোধে আমাদের চিরকাল যাহাতে অনিচ্ছা অর্থাৎ পরিত্যক্ত প্রস্তাব আবার গ্রহণ করা, তাহা করিতে হইল। অভিধানের এক এক পাত হইতে এক একটি শব্দ লইয়া এই রূপে অদ্য আরো গোটা কয়েক শব্দ প্রকাশ করা গেল।

পুরাতন শব্দ	আধুনিক অর্থ

গবর্ণর জেনারেল। সদ্বক্তা ॥ রাহু গ্রস্থ চন্দ্র ॥
ষ্টেট স্কলার সিপ ॥ ডিউক আব্ গাইলের কিৰ্ত্তি স্তম্ভ ॥
হাই এডুকেশন ॥ যাহা দ্বারা সাহেবেরদের কৰ্ম্ম বাঙ্গালিতে পায় ॥
ইনকম্ ট্যাকস ॥ গিরা সংযুক্ত রংশ ॥
চির স্থায়ী বন্দবস্ত ॥ এক রূপ চোখের পীড়া, কোন কোন গবর্ণমেণ্ট কৰ্ম্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজের হইয়া থাকে ॥ চক্ষুঃ শূল ॥
শেশ্ কর ॥ ভারতবর্ষিয় রাজস্ব প্রণালীর পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ ॥
দরবার ॥ ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ ॥
কৌন্সিল মেম্বর ॥ রাহু, শনি ॥
টেম্পল ॥ পুরাতন অর্থ মন্দির, আধুনিকঅর্থ আত্মারাম সরকার ॥
রাজস্ব মন্ত্রী ॥ যিনি আয় অপেক্ষা ব্যয় করিতে পারেন ॥
বৈষ্ণব ॥ যাহারা প্রকাশ্য মৎস্য মাংস খান না।
শাক্ত ॥ যাহাদের পুজা করিবার সময় সংসারের তাবৎ ভাবনা উপস্থিত হয় ॥
হিন্দু ॥ যাহারা ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রণাম করে ॥
ব্রাহ্ম ॥ কালা পাহাড় ॥
ধর্ম্মভাব ॥ যে ভাবে অন্য সকলকে ছোট ও নীচ বলিয়া বোধ হয় ॥
রিফরমার ॥ যাহাদের মাথায় টাক পড়িয়াছে ও চোখে চসমা ॥

বিদ্যোৎসাহিনী সভা ॥ যে সভায় বাল্য বিবাহ, বহু স্ত্রীশিক্ষা ও সত্যের মহিমা বিবাহ, জাতি বিচার, বিষয়ক প্রস্তাব পঠিত হয়

সমালোচনা।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE annotated with the Rulings of the High Court, Government orders &c. &c. compiled by one of our ablest and best executive Officers, Babu Calee Churn Ghose Dy Magistrate of Allipoor. The book is very carefully and neatly got up and the price is only 6 Rs being half of the value usually set upon similar books by European Publishers, We can promise the book a very extensive sale.

চরিতাষ্টক। শ্রীকালীময় ঘটক কর্ত্তৃক সংকলিত। বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা। এই পুস্তক খানি পড়িয়া আমাদের মনে কয়েকটী ভাবের উদয় হইল। অনেকের মনের নিতান্ত বাসনা যে এ দেশের প্রধান প্রধান লোকের বিবরণ অবগত হয়েন॥ আমাদের বোধ হয় এই কৌতূহলটী সকলেরি আছে। লোকের জীবন চরিত পড়িলে উপকার হইবেনা হইবে তাহা ভাবিয়া কেহই এরূপ কৌতহলাক্রান্ত হয় না। এ ইচ্ছাটী স্বাভাবিক অথচ তৃপ্তি করিবার কোন উপায় নাই। ডুবাল কি ওবারলিনের জীবন চরিত পড়িলে উপকার হইলেও হইতে পারে কিন্তু নন্দ কুমারের জীবন চরিত শুনিতে যে সুখ বোধ হইবে তাহা উহাতে হইবেনা। একটী সুপথ্য আর একটী সুমিষ্ট। বাছিয়া ২ লোকের জীবন চরিত ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে উহাকে উভয় সুপথ্য ও সুমিষ্ট করা যাইতে পারে। জীবন চরিত লেখার প্রথা আমাদের দেশে ছিল না এখনও হয় নাই॥ মানব শ্রেষ্ট চৈতন্য দেবের জীবন চরিত অদ্যাপি লিখিত হইল না। রামমোহন রায়ের জীবন চরিত অদ্যাপি লেখা হয় নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের, শুভংকরের ও গদাধর শিরোমনির, কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাসের, রাণীভবানী ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের, দুলাল সরকার, মতিশিল ও কৃষ্ণপান্তির, নন্দ কুমারের, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের ও রাজা নবকৃষ্ণের বিষয় যে কিছু হউক অবগত হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বাবু কালীময় ঘটক সেই ইচ্ছাটী পুরণ করিবার পথ প্রথম প্রদর্শন করিলেন ও এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। নীল মণি বসাক নবনারী নামক পুস্তকে রাণীভবানী ও অহল্যা বাইর চরিত লিখেন ও সেই নিমিত্ত তাঁহার পুস্তকের আদর হয় ও কালীময় বাবু যে ৮ জনের চরিত লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এদেশ বাসী। যথা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন, ভারত রায় গুণাকর, কৃষ্ণ পান্তি, রামমোহন রায়, পদ্মলোচন মুখো, মতিশিল, হরিশ্চন্দ্র মুখো॥ এমত স্থলে কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরি কর্ত্তৃক এ পুস্তক আদরের সহিত পঠিত হওয়া উচিত। পুস্তক খানিও সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে আর গ্রন্থকারও এই চরিত গুলি বিশেষতঃ কয়েকটী লিখিতে বিস্তর পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তর্ক পঞ্চাননের, কৃষ্ণপান্তির ও পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের জীবন চরিত বোধ হয় এই প্রথম লিখিত হইল॥ এ পুস্তক খানা পড়িতেও আমাদের এত কৌতুহল হয় যে উহা হস্তগত হওয়া মাত্র পাঠ না করিয়া পারি নাই। যে ব্যক্তি এরূপ সাহিত্যের প্রথম পথ প্রদর্শন করেন তাহার দোষ সমুদায় করুণ নয়নে দেখিতে হয়। কিন্তু আমরা তাহা পারিতেছি না। পিপাসাতুরকে উষ্ণ জল দিলে তাহার পিপাসা শান্তি হয় না ও যে জল দান করে তাহার প্রতি তখন কৃতজ্ঞতা রসের উদয় হয় না। কালীময় বাবু আমাদের পিপাসা শান্তি করিতে পারিলেন না॥ কেবল উদ্রেক করিয়া দিলেন মাত্র॥ কৃষ্ণচন্দ্র বড় রাজা ছিলেন, কৃষ্ণ পান্তি মেলা টাকা উপার্জ্জন করেন ইহা সকলে জানে ও না জানিলেও ইহা জানিয়া কাহার লাভ কি সুখ বোধ হয় না॥ আমরা জানিতে চাহি যে কৃষ্ণ চন্দ্র কেন বড় রাজা ছিলেন ও কৃষ্ণ পান্তি কি রূপে ধনোপার্জ্জন করিলেন। আমরা জানিতে চাহি কৃষ্ণ চন্দ্রের সময় দেশের রাজ নৈতিক ও সামাজিক কি রূপ অবস্থা ও তখনকার লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি কি রূপ ছিল॥ আমরা ইহাও জানিতে চাহি যে গ্রন্থকার যাহা যাহা বলিলেন তাহার প্রমাণ কি, কোথায় পাইলেন? আমরা বাল্য কাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তের সমুদয় বিবরণ জানিতে চাহি। অবশ্য এসমুদায় আখুটী কুলান গ্রন্থকারের কি মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইতে পারে কিন্তু অন্ততঃ আমরা ইহা জানিলেও সন্তুষ্ট হই যে গ্রন্থকার অনুসন্ধান করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কালীময় বাবু আবার চরিতাষ্টক লিখিবেন বোধ হইতেছে। যদি বিবেচনা হয় তবে আমাদের এইকথা গুলি মনে করিয়া লিখিবেন। আমাদের একথা বলা বাহুল্য যে তাঁহাকে কি তাঁহার পুস্তককে দোষান আমাদের উদ্দেশ্য নহে, পুস্তক আরো ভাল হয় এই আমাদের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম ওজ্ঞানের মীমাংসা—এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানি শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত॥ যদু বাবু উন্নতিশীল ব্রাহ্ম হউন না হউন, চিন্তাশীল ব্রাহ্ম তাহা এ পুস্তক পড়িয়া বোধ হয়॥ ধর্ম্ম, প্রত্যেকে পৃথক ২ চক্ষু দিয়া পৃথক ২ পদার্থের মধ্য দিয়া দেখিয়া থাকেন সুতরাং সকলের উহা এক রূপ দেখার সম্ভাবনাও নহে, ঈশ্বরেরও অভিপ্রেতও নহে॥ তবে যিনি যাহা দেখেন তিনি যত স্পষ্ট করিয়া দেখেন তিনি তত আকৃষ্ট হয়েন, ও কিয়ৎ পরিমাণে অন্যকেও উহাতে আকৃষ্ট করাইতে পারেন॥ ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক সমালোচনা করিতে গেয়া নিরপেক্ষ হইয়া ইহার অধিক আর বলা যায় না॥ এ ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের ধর্ম্ম সংক্রান্ত মীমাংসা প্রায় এ রূপ, ও ভিন্ন সংক্রান্ত লোকের ভিন্ন রূপ, সেখানে মীমাংসাটী ভাল এটী মন্দ একথা হঠাৎ বলা নিতান্ত অর্ব্বাচিনের কায। যাহা হউক এ পুস্তক খানি পড়িলে পাঠক কিছু চিন্তা করিতে শিখিতে পারেন, যে কোন স্থানে অন্ধকার দেখেন, সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিস্কার দেখিতে পারেন॥

শান্তিপুরের অশুভ ঘটনা।

মহাশয়,

শান্তিপুরের পুরাতন ও নূতন ইংরাজি বিদ্যালয় লইয়া অত্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ যাইতেছে, শান্তিপুর শান্তি শূন্য হইয়াছে॥ একটী প্রধান গ্রামের এ রূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারেন না॥ রাণাঘাটের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু রাম শঙ্কর সেন মহাশয় শান্তিপুরের প্রতি দয়া পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার একজন স্নেহাস্পদ বন্ধুকে সহযোগী করিয়া শান্তিপুরের উভয় বিদ্যালয়কে একত্রিত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নবান হন। তাঁহার যত্নে উভয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও সভ্যগণ এবং অপর কতকগুলি ভদ্র লোক শান্তিপুরে রামশঙ্কর বাবুর তাম্বুতে উপস্থিত হন। সেখানে প্রকাশ্য সভাতে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি স্থিরীকৃত হয়॥

শান্তিপুরের পুরাতন ও নূতন ইংরাজি বিদ্যালয় একত্রিত করা কর্ত্তব্য কি না? উভয় পক্ষের সর্ব্ব সম্মতিতে উভয় বিদ্যালয় একত্রিত করা স্থির হইল॥

মধ্যস্থ দ্বারা ঐকার্য্য সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য॥ ইহাতে উভয় পক্ষের সম্মতি হইল॥

মধ্যস্থ দিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা উচিত কি না?

উভয় পক্ষের সর্ব্ব সম্মতিতে স্থির হইল উচিত। উভয় পক্ষ এক মত হইয়া

বাবু রামশঙ্কর সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেশ চন্দ্র রায় মহাশয় দিগকে মধ্যস্থ করিলেন॥ এবং ক্ষমতা দিলেন যে ইহারা ইচ্ছানুসারে মধ্যস্থ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন॥

পরে মধ্যস্থ দিগকে ক্ষমতা পত্রে এরূপ লিখিয়া দিলেন যে আপনারা যাহা করিবেন আমরা তাহাতে কোন আপত্তি করিব না॥

উভয় পক্ষ সর্ব্ব সম্মতিতে স্থির করিলেন যে আগামী ৬ অগ্রহায়ণ রবিবারে মধ্যস্থগণ সাধারণ সমক্ষে আপনাদিগের নির্দ্ধারিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। এই রূপ ক্ষমতা পাইয়া বাবু রামশঙ্কর সেন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী তারাবিলাস মিত্র (রাণাঘাটের মুনসেফ) চন্দ্র মোহন দাস শ্রীরাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধ্যস্থ মধ্যে পরিগণ্য করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া উভয় বিদ্যালয় একত্র করিবার জন্য নিয়মাবলি স্থির করিয়া গত রবিবারে সাধারণ সভায় অর্পণ করিয়া প্রকাশ করেন যে আগামী কল্য সোমবারে উভয় বিদ্যালয় একত্রিত হইবে॥

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, পুরাতন ইং স্কুলের সম্পাদক ও অধিকাংশ সভ্য আপনাদের লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া মধ্যস্থ দিগের নিয়মাবলি অগ্রাহ্য করিলেনে॥ পুরাতন বিদ্যালয়ের পক্ষের কেহ২ ব্যক্ত করিলেন যে, শিক্ষক নিযুক্ত সম্বন্ধে অবিচার হওয়াতে এরূপ গোলয়োগ হইয়াছে॥ দুই স্কুলের দুইজন প্রধান শিক্ষক ইহাদিগের মধ্যে এক জনকে অবসর দিতেই হইবে॥ সুতরাং মধ্যস্থ গণ গুণ দোষ বিচার করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বাক্য বলা সঙ্গত হয় নাই॥

৭ই অগ্রহায়ণ ১২৭৭ } এক জন শান্তিপুর নিবাসী

মহাশয়।

বিগত ২৯ কার্ত্তিক বরাহ নগর সুরাপান নিবারণী সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, সভাস্থলে অনেক গুলি কৃতবিদ্য যুবক উপস্থিত ছিলেন॥ প্রায় ৬।৭ সাত বৎসর হইল উক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে ইহা দ্বারা যথেষ্ট হিত সাধন হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নানা প্রকারে বিনান্তর হওয়াতে এত দিন ইহা বন্ধ ছিল, সভা দ্বারা যাহা কিছু উপকার হইয়া ছিল, তাহাও প্রায় ইহার সঙ্গে২ অন্তর্হিত হইয়া ছিল॥ এই সকল দেখিয়া ইহার প্রধান উদ্‌যোগী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভা পুনরায় আহ্বান করেন। এক্ষণে স্থির হইল যে, মাসিক নিয়মে ইহার কার্য্য চলিবেক। উক্ত অধিবেশনে এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ উকীল, সুরার অপকারিতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে কএক জন সভ্য উক্ত প্রবন্ধের দোষ গুণ বিচার উপলক্ষে আপন২ মন্তব্য কিছু২ ব্যক্ত করিলেন। তন্মধ্যে শশি বাবু কহিলেন যে ইংরাজ জাতি হইতেই আমাদের শিক্ষিত সমাজে এই দোষ অধিক প্রবেশ করিতেছে। শিক্ষিতেরা প্রায়ই ইংরাজ দিগের সহবাস অধিকতর ভাল বাসেন। তাহাদের সহিত একত্র ভোজন ও উপবেশন করিয়া থাকেন। ভদ্র ইংরেজেরা প্রায়ই সেরি, স্যাম্পিয়ান পান করিয়া থাকেন॥ সুতরাং তাঁহারা উক্ত বাঙ্গালী দিগকে এক গ্লাস সেরি কিংবা স্যাম্পিয়ান পান করিতে অনুরোধ করেন, বাঙ্গালীরা ঐ রূপ অনুরোধকে আপনাদের মহা গৌরবের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ না করিয়া পান করিয়া থাকেন॥ কিন্তু দুই বৎসর পরে দেখা যায় যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও সুরা রাক্ষসীর সেবা করিতেছেন॥ অতএব আমরা ভদ্র ইংরাজ দিগকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া এরূপ অনুরোধ না করেন।

এখানে জুয়া খেলা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রায় অধিকাংশ প্রধান্য স্থানে এই ক্রীড়া চলিয়া থাকে, পোলিসের লোকেরা দেখিয়াও দেখে না॥ যদি উক্ত ক্রীড়াসক্ত কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া পোলিসের হস্তে অর্পণ করা যায়, তবে সে পরক্ষণেই নিস্তার পাইয়া আইসে॥ অতএব এস্থলে গ্যাম্বিলিং আইন প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক॥ গত ৫ ই অগ্রহায়ণ বরাহ নগর সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার একটী মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে॥ সভা স্থলে অনেক গুলি ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক সমুপস্থিত হইয়া ছিলেন॥ উক্ত সভা স্থলে চব্বিশ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রডলী সাহেব সাধারণ লোকের আইন সম্বন্ধে একটি সুবিস্তীর্ণ ও সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করিলেন॥ বক্তৃতার শেষে তিনি বরাহ নগরের বালিকা বিদ্যালয়, বালক বিদ্যালয় নৈশ বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের জন্য শশি বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন, যদিও আমি চব্বিশ পরগণা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জিলায় যাইতেছি, তথাপি এই সকল বিষয়ের উন্নতি জন্য যথা সাধ্য যত্ন করিতে ক্রুটী করিব না॥ এখানকার এই সভা দ্বারা আমরা এক উন্নতি লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, যে ইহাতে সকল প্রকার সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতেছেন॥

সম্পাদক মহাশয়, এবৎসর আবার এখানে ইনকমট্যাক্সের নিমন্ত্রণের পত্র আসিয়াছে, গত বৎসর এসেসর মহাশয়, পাঁচ রকমে ৫০০ শত টাকা আয় স্থির করিয়া যাহাদের ৬ টাকা ট্যাকস ধার্য্য করিয়া ছিলেন, তাহাদের ১৯৷ টাকা দিতে হইবে শুনিয়া রক্ত শুখাইয়া যাইতেছে॥

বরাহনগর
৭ ই অগ্রহায়ণ } কস্যচিত জনস্য
১২৭৭

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মুল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিণী রোগের ঔষধ ১ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
প্রদর রোগের ঔষধ শিশি	১॥০ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহর পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রনীত।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮৭ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার এনগ্রেবার ১নং বাটি, পটোটোলা পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা॥ অতি অল্পমুল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন

সংঙ্গীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ড্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য॥ মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ১৫ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ২০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মতি লাল ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৬ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸০	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৶

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত॥